যৌথ সংবাদ সম্মেলন

শেখ হাসিনা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শনিবার, ২২ ভাদ্র ১৪২১/০৬ সেপ্টেম্বর ২০১৪, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সম্মানিত জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিনজো অ্যাবে,
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গীবৃন্দ,
সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিবৃন্দ,
সুধিমন্ডলী।

আসসালামু আলাইকুম and Very Good Evening to you all.

জাপানের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিনজো অ্যাবে এবং তাঁর সফরসঙ্গীদের আমি স্বাগত ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

কিছুক্ষণ আগে আমাদের মধ্যে খোলামেলা, উষ্ণ এবং ফলপ্রসু আলোচনা হয়েছে। জাপানের শিল্প এবং বাণিজ্য খাতের সম্মানিত নেতৃবৃন্দকে সফরসঙ্গী হিসেবে বাংলাদেশে নিয়ে আসার জন্য আমি জাপানের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আমি আশা করি, জাপানী বাণিজ্য প্রতিনিধিদল বাংলাদেশের বিদ্যমান সুবিধাজনক বাণিজ্য পরিবেশ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভ করেছেন।

বাংলাদেশ এবং জাপানের মধ্যে চমৎকার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান। সময়ের পরিক্রমায় জাপান বাংলাদেশের অন্যতম উন্নয়ন অংশীদার হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত জাপান বাংলাদেশকে ১২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে। এছাড়া, এ বছর থেকে আগামী ৪-৫ বছরের মধ্যে আরও ছয় বিলিয়ন মার্কিন ডলার সরকারি উন্নয়ন সহায়তা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। তবে, আমি আশা করি জাপানের এই প্রতিশ্রুতি উপর্যুক্ত পরিমাণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না।

এ বছরের মে মাসে বাংলাদেশ এবং জাপানের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের সকল ক্ষেত্রকে সম্প্রসারণ এবং সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে আমি এবং জাপানের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিনজো অ্যাবে যৌথভাবে 'সমন্বিত অংশীদারিত্ব' (Comprehensive Partnership) কর্মসূচির উদ্বোধন করেছি।

এছাড়া, বিনিয়োগ পরিবেশ এবং অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্জনের জন্য বাংলাদেশকে সহায়তা দিতে জাপান Bay of Bengal Industrial Growth Belt (BIG-B) কর্মসূচির উদ্বোধন করেছে।

জাপানের নির্মাণশিল্প এবং স্বাস্থ্য ও নার্সিং খাতে আমাদের সহযোগিতার বিষয়ে আমি প্রস্তাব দিয়েছে। বিশেষ করে আমাদের জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা (Peace Keeping) এবং শান্তিস্থাপন (Peace Building) কার্যক্রমে জাপান সবসময়ই সহযোগিতা দিয়ে আসছে।

আমার সাম্প্রতিক সফরের সময় জাপান ঢাকায় একটি শান্তিস্থাপন কেন্দ্র (Peace Building Centre) গড়ে তোলার জন্য কারিগরি সহায়তা প্রদানের আশ্বাস দিয়েছেন। এই কেন্দ্রের প্রাথমিক কাজ ইতোমধ্যেই শুরু হয়েছে। বিশ্বশান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠায় জাপানের অঙ্গীকারকে আমরা গভীরভাবে স্বাগত জানাই।

স্বাধীনতার পর থেকে ১৯৭৯-১৯৮০ এবং ১৯৯৯-২০০০ মেয়াদে আমাদের বন্ধুদের সর্বাত্মক সমর্থন নিয়ে নির্বাচনে বিজয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ দু'বার জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যপদে বিজয় লাভ করেছে।

গত কয়েক বছর আগে এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় গ্রুপ থেকে ২০১৬-২০১৭ মেয়াদের জন্য জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যপদের জন্য আমরা নতুন করে প্রার্থীতা ঘোষণা করেছি।

২০১১ সালে আমাদের দীর্ঘদিনের অকৃত্রিম বন্ধু জাপানও একই গ্রুপ থেকে তাদের প্রার্থীতা ঘোষণা করেছে। দু'দেশের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা এবং গ্রুপ সংহতি বজায় রাখার জন্য বিভিন্ন বহুপক্ষীয় ফোরামে আমরা তখন থেকেই পরস্পরের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছি।

আমাদের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে জাপান সরকার এবং সেদেশের জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহমর্মিতা আমরা গভীর কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করি।

বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় জাপানের অব্যাহত এবং বলিষ্ঠ সমর্থনের পরিপ্রেক্ষিতে এবং এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় গ্রুপের সংহতি ও ঐক্যের স্বার্থে আমি এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় গ্রুপ থেকে ২০১৬-২০১৭ মেয়াদে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী পদে জাপানের প্রার্থীতার পক্ষে বাংলাদেশের সমর্থন ঘোষণা করছি। একই সঙ্গে জাপানের পক্ষে বাংলাদেশের প্রার্থীতা প্রত্যাহার করারও ঘোষণা দিচ্ছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চীরজীবী হোক।

বাংলাদেশ জাপান মৈত্রী দীর্ঘজীবী হোক।